তারিখ 27 MAY 2009
পৃষ্ঠা 2

প্রথম আলো

শিক্ষা ■ জামাত খান

অবহেলিত রাজশাহীর শিক্ষাঙ্গন

পদ্মা নদীর তীর ঘেঁষে গড়ে উঠেছে রাজশাহী শিক্ষানগর। ব্রিটিশ আমল থেকেই রাজশাহীতে আধুনিক শিক্ষার সূচনা হয়। ঐতিহ্যের এই ধারা রাজশাহীকে শিক্ষানগর হিসেবে পরিচিত করেছিল। শিক্ষিত নাগরিক তৈরিতে রাজশাহী দীর্ঘদিন থেকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অসংখ্য বরেণ্য ব্যক্তি এই রাজশাহী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বিখ্যাত হয়েছেন এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন। অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলা শহর ও গ্রামগঞ্জ থেকে নৌ ও পানি পথে, ঘোড়ার গাড়ি, গরুর গাড়ি ও পায়ে হেঁটে শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার জন্য রাজশাহীতে আসতেন।

কিন্তু এখন আফসোসের সঙ্গে বলতে হয় সেই রাজশাহী বর্তমানে শিক্ষার পরিবেশ চরমভাবে অবহেলিত হচ্ছে। রাজশাহীর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ে কারও যেন কোনো মাথাব্যথা নেই। জাতীয় ও স্থানীয় পত্রপত্রিকায় চোখ রাখলে দেখা যায়, এ বছর এক হাজার ৩০০ শিশু স্কুলে ভর্তি হতে পারেনি। শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত এই বিপুলসংখ্যক শিশু যাবে কোথায়। জানা যায়, রাজশাহীর বিভিন্ন সরকারি স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে গত ৩ জানুয়ারি-০৯ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষায় এক হাজার ৫৭১ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। এদের মধ্যে ৩০০ জন ভর্তির সুযোগ পায়। বাকি এক হাজার ২৭১ জন শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে একটি মডেল স্কুল ও কলেজ ভবন তৈরি করা হলেও আজ পর্যন্ত সে প্রতিষ্ঠানটি চালু করা হয়নি। এটি চালু হলে এতে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রায় এক হাজার ৩০০ শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পেত। বিশেষ মহলের সুপারিশ হলেই লক্ষ করা যায়, যাদের মেধা নেই সেসব শিক্ষার্থী বিশেষ কোটায় বিভিন্ন স্কুলে ভর্তি হয় যা অত্যন্ত দুঃখজনক। কিন্তু জনসংখ্যা এবং শিক্ষা লাভের উৎসাহ অনেক বেড়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাবে শিক্ষা বিস্তার হচ্ছে না, আবার নির্ভরযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান না থাকায় অনেকে রাজশাহীর বাইরে চলে যাচ্ছে।

রাজশাহী সিটি করপোরেশনের তত্ত্বাবধানে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেমন গড়ে ওঠেনি, তেমনি পরিচালিত হয় না। কিন্তু কেন? আমরা চাই আগামী অর্থবছরের মধ্যে কম করে হলেও মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের চারটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রাজশাহী সিটি করপোরেশন কর্তৃক গড়ে উঠুক। এই শিক্ষা প্রকল্প নিয়ে রাজশাহী সিটি করপোরেশন শিক্ষা বিষয়ে বক্তব্য কাটিয়ে বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। রাজশাহী সিটি করপোরেশনের মেয়র তাঁর নির্বাচনী ইশতেহারে বলেছিলেন, করপোরেশনের নিজস্ব তহবিল ব্যবহার করে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন। নির্বাচিত হওয়ার পর এখন পর্যন্ত সে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। সরকারি উদ্যোগে রাজশাহীতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হচ্ছে না। বলা বাহুল্য, উচ্চশিক্ষার বীজ রোপিত হয় উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণী থেকে। এ ক্ষেত্রে রাজশাহী কলেজ এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করে আসছিল। রাজশাহীর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তানদের গড়ে তোলার জন্য একমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল রাজশাহী কলেজ। স্বল্পবিত্ত বাবা-মা তাদের সন্তানদের চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, কৃষিবিদ ও দেশের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। অকস্মাৎ একটি সিদ্ধান্ত তাদের এ স্বপ্ন ধূলিসাৎ করে দেয়।

> রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ রাজশাহীবাসীর বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছে। রাজশাহীতে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্যও সংগঠনটি বিভিন্ন সময় দাবি জানিয়ে আসছে।

১৯৯৭ সালে রাজশাহী কলেজে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণী তুলে দেওয়া হয়। হতাশায় নিমজ্জিত হয় অভিভাবকেরা। কেননা সন্তানদের রাজশাহীর বাইরে পাঠানোর মতো আর্থিক সঙ্গতি অনেক অভিভাবকের নেই। দ্বিতীয়ত উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণী তুলে দিয়ে শিক্ষানগর রাজশাহীতে শিক্ষা সম্প্রসারণ নয় বরং শিক্ষাকে সংকুচিত করা হয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে রাজশাহী কলেজে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণী পুনঃ প্রবর্তন ন্যায়সংগত যৌক্তিক দাবি। স্বাধীনতা উত্তরকালে রাজশাহী মহানগরে উন্নতমানের সরকারি কোনো স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলে প্রতিবছর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ের অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীকে সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে হয়। মেধাবী শিক্ষার্থীরা ভালো শিক্ষক ও ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সম্প্রতি নগরের রাজশাহী মডেল স্কুল ও কলেজ (বেসরকারি) চালু হয়েছে। এর শিক্ষা ব্যয় এতই বেশি যে সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তানদের এখানে শিক্ষা লাভ দুরূহ ব্যাপার। রাজশাহীতে বর্তমানে সরকারি স্কুল-কলেজে ছাত্রছাত্রীদের ভালো পাঠদান করা হয় না।

রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ রাজশাহীবাসীর বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছে। রাজশাহীতে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্যও সংগঠনটি বিভিন্ন সময় দাবি জানিয়ে আসছে। রাজশাহী বোর্ডের অধীন মডেল স্কুল ও কলেজটি অবিলম্বে চালু করাসহ রাজশাহী কলেজে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণী পুনঃপ্রবর্তন করার দাবিটি আমাদের সংগঠনটি অত্যন্ত ন্যায়সংগত দাবি বলেই বিবেচনা করে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে রাজশাহীবাসীর পক্ষ থেকে নতুন সরকারি হাইস্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করার আবেদন রাখছি। এই লক্ষ্যে সংগঠনের পক্ষ থেকে অতীতের সরকার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক ও অধিদপ্তরকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। রাজশাহীবাসীর প্রত্যাশা বর্তমান সরকার বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করবে। কারণ অতীতের সরকারগুলো গালভরা বক্তব্য দিয়ে রাজশাহীকে শিক্ষানগর বললেও বাস্তবে এটি পূর্ণাঙ্গভাবে এখনো অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়ন হয়নি। মহাজোট সরকার দিনবদলের অঙ্গীকার নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে, আশা করি বিষয়টি তারা দেখবে।

● মো. জামাত খান : আহ্বায়ক, রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ।